২৭/৭/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা কলেজ ও মেডিক্যাল হোষ্টেলে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের তুমুল সংঘর্ষ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা কলেজ হোস্টেল ও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে এলাকা দুইটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বৃহস্পতিবার ঢাকা কলেজের সংঘর্ষকালে ছাত্রদলের সদস্যারা নিউমার্কেটের সম্মুখে যানবাহনের উপর হামলা ও ২টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার পর পুলিশ ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশী চালাইয়া ৩টি হাতবোমা ও ৩টি রামদা

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

নিউ মার্কেটের সম্মুখে ছাত্রদলের সদস্যারা ভাংচুর ও গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে -ইত্তেফাক

ঢাকা কলেজ ও মেডিক্যাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সাড়ে ১১টায় ছাত্রদলের কর্মীরা কলেজে মিছিল করিয়া হোস্টেল দখল করিতে গেলে ছাত্রলীগের কর্মীরা বাধা দেয়। তখন উভয় দলের মধ্যে শুরু হয় বোমাবাজি। ফাঁকা গুলী ও বোমাবাজিতে এলাকা প্রকম্পিত হইয়া ওঠে। নিরীহ ছাত্র ও পথচারীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। ছাত্রলীগের ছেলেদের ধাওয়া খাইয়া ছাত্রদলের কর্মীরা নিউমার্কেটের সম্মুখে রাস্তায় ছুটিয়া আসে এবং ব্যারিকেড দেয়। শুরু হয় রাস্তায় চলাচলকারী বাস ও প্রাইভেট কারের উপর হামলা। রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট লাগিয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করিতে থাকিলে উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশের উপরও বোমা নিক্ষেপ করে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বোমার টুকরার আঘাতে ৪ জন পথচারী আহত হয়। প্রায় ১ ঘন্টা যাবৎ ঐ এলাকায় স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। নিউমার্কেট, গাউসিয়া মার্কেটসহ আশেপাশের মার্কেটের অধিকাংশ দোকান দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল। সায়েন্স ল্যাবরেটরী, এলিফ্যান্ট রোড ও আজিমপুরের রাস্তায়ও যানজট থাকায় যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়।

এদিকে গত বুধবার গভীর রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বকসীবাজার ডাঃ ফজলে রাব্বী হোস্টেলের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। পরে গতকাল ভোরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের প্রধান গেটে দুইটি তালা ঝুলাইয়া দেয়। এই তালা খুলিতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। বেলা ১১টায় পুনরায় ছাত্রদল একই গেটে তালা ঝুলাইয়া দিলে পুলিশের সাহায্যে আবার তালা খোলা হয়। কলেজ ও হোস্টেল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। ডাঃ ফজলে রাব্বী হোস্টেলের ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরী সভা অধ্যক্ষ অধ্যাপক একেএমডি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের পক্ষ হইতে হোস্টেলের ঘটনা সম্পর্কে আবেদন ও হোস্টেল সুপারের রিপোর্ট নিয়া আলোচনা হয়। সভায় ঘটনা তদন্তের জন্য ৮ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল কাদির খান। সভায় ছাত্রাবাসে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনের সুপারিশ করা হয়। পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের পরবর্তী সভা আগামীকাল শনিবার সকাল ১১টায় পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানান হয়। বুধবার রাত দেড়টায় ডাঃ ফজলে রাব্বী হোস্টেলে ছাত্রলীগের সভাপতি শামসুল আরেফিন জুয়েল ও সাধারণ সম্পাদক আলীম উল্লাহ মনির কক্ষের সম্মুখে প্রথমে বোমা বিস্ফোরিত হয়। ছাত্রলীগ এই ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করিয়া মিছিল বাহির করে। শুরু হয় বোমাবাজি। ছাত্রদলের কর্মীদের ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করা হয় বলিয়া দাবী করা হয়। পরে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ, বোমাবাজি হয়। ছাত্রলীগ কক্ষ ভাংচুরের ঘটনায় ছাত্রদলকে দায়ী করে এবং ছাত্রদল বোমাবাজির জন্য